[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

সেই সুবিধাটা নেওয়ার জন্যও মুখিয়ে বাংলাদেশ। তবে সে জন্য দলীয়ভাবেই ভালো পারফর্ম করতে হবে বলে জানান তপু। তিনি বলেন, ‘বাছাইপর্বের কঠিন ম্যাচটা ছিল ওমানের বিপক্ষে। কিন্তু এবার ওমান দেশের বাইরে খেলতে আসবে। আমার মনে হয়, দলগতভাবে ভালো খেলতে পারলে আমরা পজিটিভ ফলাফল পাব।’

সাকিব বিষয়ে সেই প্রশ্নে মুখ খুললেন তামিম

গত মে মাসে লকডাউন চলাকালে ক্রিকেটবিশ্বে বেশ আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকা ক্রিকেটারদের নিয়ে করা তামিমের লাইভ আড্ডা।

যেখানে এসেছিলেন সর্তীথ মাশরাফি, মুশফিক থেকে শুরু করে ভারতের তারকা কোহলি, রোহিত, নিউজিল্যান্ডের উইলিয়ামসন। ওয়াসিম আকরামের মতো কিংবদন্তিরাও যুক্ত হয়েছিলেন তামিমের সেই লাইভ আড্ডায়।

শুধু আসেননি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে।

তামিমের লাইভে সাকিব কেন আসেননি? সে সময় এমন প্রশ্ন রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ে।

তামিমের সঙ্গে সাকিবের বন্ধুত্বে ফাটল দেখা দিল কি না সে প্রশ্ন ছোড়াছুড়িও হয় ব্যাপক।

তখন এক কথায় বিষয়টি জানালেও বিস্তারিত কিছু বলেননি তামিম বা সাকিব।

এবার লাইভে সাকিব না আসার কারণে তার সঙ্গে বন্ধুত্বে কোনো ফাটল ধরল কিনা সে বিষয়ে নিয়ে মুখ খুলেছেন তামিম।

সম্প্রতি ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট বিডিক্রিকটাইমের এক ফেসবুক লাইভে তামিমের কাছে এক ভক্ত প্রশ্ন রাখেন, সাকিবের সঙ্গে আসলেই

দূরত্ব বেড়ে গেছে কিনা?

এমন প্রশ্নের জবাবে তামিম বলেছেন, ‘আমাদের মধ্যে দূরত্ব থাকার তো কোনো কথাই আসে না। আমার লাইভে সাকিব কেন আসেনি তা তো স্পষ্টভাবে বলেই দিয়েছিলাম। সাকিব ব্যক্তিগত কারণে আসতে পারেনি। আর সে না আসলে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে- এটা আমি বিশ্বাস করি না।’

এরপর তামিম একটু কড়া ভাষায় বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় না, আমার বা সাকিবের গণমাধ্যমের সামনে এসে আমাদের সম্পর্ক ভালো আছে কি নেই সেটা ব্যাখা করার কোনো দরকার আছে।’

বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের সম্পর্ক আগের মতোই আছে। আমি সাকিবকে একজন ক্রিকেটার হিসাবে সম্মান করি। আমি নিশ্চিত সেও তাই করে। আমি সবসময় ওর ভালো চাই। এখানে বন্ধুত্ব খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না।

তামিম এবার সেই ভক্তের উদ্দেশে নিজেই প্রশ্ন ছুড়েন, আপনাকে আপনার বন্ধু বাসায় ডাকলে আর আপনি না গেলে কী আপনাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে?

সৌরভ গাঙ্গুলীকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছিল শ্রীলংকা

২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে বৃষ্টির কারণে টানা দুইদিন চেষ্টা করেও বিজয়ী নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া সে ম্যাচেই মেজাজ হারিয়ে শ্রীলংকান ব্যাটসম্যান রাসেল আর্নল্ডের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হন ভারতের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী। যে কারণে তার বড় ধরনের শাস্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীলংকার টিম ম্যানেজমেন্ট সৌরভের পাশে থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

সম্প্রতি স্টার স্পোর্টসের ‘ক্রিকেট কানেক্টেডস’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ১৮ বছর আগের সেই ঘটনা প্রসঙ্গে লংকান সাবেক অধিনায়ক কুমার

সাঙ্গাকারা বলেছেন, সেই ওয়ানডে ম্যাচে রাসেল আর্নল্ডের সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলীর তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। আম্পায়ারও সৌরভের বিরুদ্ধে ম্যাচ রেফারির কাছে অভিযোগ করেছিল।

শ্রীলংকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা আরও বলেছেন, সৌরভ গাঙ্গুলী সেদিন অবস্থা খারাপ দেখে আমাদের ড্রেসিং রুমে এসে কথা বলেন। আমাদের জানান, এটা যদি বেশি দূর গড়ায় তাহলে তাকে নিষেধাজ্ঞার শাস্তি পেতে হবে। আমরা তখন সৌরভকে আশ্বস্ত করি, চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা এ নিয়ে নতুন করে কোনো ঝামেলা করব না।

সেদিন শ্রীলংকার কারণেই বড় ধরনের শাস্তি থেকে রক্ষা পান সৌরভ গাঙ্গুলী। তিনি এর আগেও আইসিসির আচরণবিধি ভেঙে ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

শিল্পপতি নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গনেও শোকের ছায়া

বিশিষ্ট শিল্পপতি ও যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান, সমাজসেবক, দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়াঙ্গনেও।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশিদ, যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. আখতার হোসেন, সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব ফায়জুল কবির, জাতীয়

ক্রীড়া পরিষদের সচিব মাসুদ করিম, বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা, সহ-সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, বাদল রায়, শেখ বশির আহমেদ মামুন, বিওএ’র উপ-মহাসচিব আশিকুর রহমান মিকু, আসাদুজ্জামান কোহিনুর, নজিব আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ ও কিউট গ্রুপের চেয়ারম্যান কাজী রাজিব উদ্দিন আহমেদ চপল,

বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ অপু, ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয় এমপি, বিসিবির পরিচালক আহমেদ সাজ্জাদুল আলম ববি, এনায়েত হোসেন সিরাজ, আইএইচ মল্লিক, সাইফ পাওয়ারটেকের কর্ণধার এবং বাংলাদেশ জেলা ও ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব তরফদার মো. রুহুল আমিন, বিসিবির

সাবেক পরিচালক এমএ আউয়াল চৌধুরী বুলু, সম্মিলিত ক্রীড়া পরিবারের সদস্য সচিব ফজলুর রহমান বাবুল, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় আমিনুল ইসলাম সুরুজ, সাবেক তারকা ফুটবলার গোলাম মোস্তফা সারোয়ার টিপু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল, সাবেক তারকা ফুটবলার আবদুল গাফফার, হাসানুজ্জামান খান বাবলু, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, মোস্তফা কামাল, কায়সার হামিদ, সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির, শফিকুল ইসলাম মানিক, ইলিয়াস হোসেন, আমেরিকা প্রবাসী আবুল হোসেন, কানাডা প্রবাসী সাবেক ফুটবলার এফআই কামাল, রকিব হোসেন, মামুন জোয়ার্দার

ও ডা. দলিলুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জোবায়দুর রহমান রানা, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন বাহার, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু, টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি খোন্দকার হাসান মুনীর, উশু ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন, বডিবিল্ডিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আসিফুল হাসান, মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পদিকা ফিরোজা করিম নেলি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা কামরুন নাহার ডানা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, ভলিবল ফেডারেশন, হ্যান্ডবল ফেডারেশন, টেনিস ফেডারেশন, টেবিল টেনিস ফেডারেশন, সোনালী অতীত ক্লাব,

বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং শরীয়তপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা শোক জানিয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

দ্বিতীয় বিয়ে করলেন ক্রিকেটার মোসাদ্দেক সৈকত

আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত।

শুক্রবার বিয়ে করেছেন ২৪ বছর বয়সী এই স্পিন অলরাউন্ডার। মোসাদ্দেকের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম উম্মে তামান্না। তার বাড়ি ময়মনসিংহ নগরীর তালতলা এলাকায়।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি মোসাদ্দেকের পারিবারের।

ঘরোয়া পরিবেশে শুধু পরিবারের সদস্যদের নিয়েই বিয়ে সম্পন্ন করেছেন তিনি।

শনিবার রাতে নিজের দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছে ভক্তদের কাছে দোয়া চেয়েছেন মোসাদ্দেক।

নিজের ফেসবুকের প্রোফাইল এবং ইনস্টাগ্রামে স্ত্রীর সঙ্গে এক যুগল ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘জীবনের নতুন যাত্রা শুরু করছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’

রোববার গণমাধ্যমকে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সীমিত পরিসরে পারিবারিকভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে পরবর্তীতে সবাইকে নিয়ে

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।’

২০১২ সালে আপন খালাতো বোন সামিয়া শারমিনকে বিয়ে করেছিলেন সৈকত। তবে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সে সংসার টেকেনি বেশিদিন। পারিবারিকভাবে মনোমালিন্য হওয়ায় প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেন মোসাদ্দেক।

মেপ্র/আরজেএম

আইপিএলের জন্য নির্ধারিত স্টেডিয়াম করোনা সেন্টারে পরিণত

মহামারী করোনার থাবা থেকে রেহাই পেতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলার মাঠ এখন করোনা সেন্টারে রূপান্তরিত হয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যায় লাগাম টেনে ধরতে না পেরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেডিয়াম এম চিন্নাস্বামীকে কোভিড কেয়ার সেন্টারের পরিণত করতে বাধ্য হয়েছে কর্ণাটক সরকার। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

শুধু তাই নয় বেঙ্গালুরু প্যালেস ও বেঙ্গালুরু ইন্টারন্যাশানাল এগজিবিশন সেন্টারকেও করোনা সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় শুধু বেঙ্গালুরুতেই ১ হাজার ৩৭৩ জন আক্রান্তের পর এমন ব্যবস্থা নিল রাজ্য সরকার।

এ বিষয়ে কর্ণাটক রাজ্যের কোভিড ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ আর আশোকা জানিয়েছেন, করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়লেও বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের আতঙ্ক হওয়ার কিছু নেই। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে

প্রয়োজন সব সরঞ্জামাদি এবং প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। করোনা রোগীদের পরিষেবা দিতে বর্তমানে ৬০০ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা আছে।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় বেঙ্গালুরুতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৩৭৩ জন। যা গত ২৪ ঘন্টায় করোনা বিধ্বস্ত মুম্বই ও চেন্নাইয়ের থেকেও বেশি। একদিনে মুম্বাইয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১২৬৮। বৃহস্পতিবার সেই রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গেছে বেঙ্গালুরু।

বেঙ্গালুরুতে এখনও পর্যন্ত ১৬ হজার ৫৩১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু। ১৯৮৭, ১৯৯৬, ২০১১ বিশ্বকাপ, ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইপিএলসহ সব সিরিজ এবং টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল এই স্টেডিয়ামটি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে শহীদ আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে শহীদ আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠে মল্লিকপাড়া নেপোলি ক্লাবের আয়োজনে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নূরুল আশরাফ রাজীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উদ্বোধন করেন উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু।

খেলায় দুটি গ্রুপে মোট ৯টি দল অংশগ্রহণ করবে। উদ্বোধনী খেলায়

একদিকে অংশগ্রহণ করে সততা ক্লাব অপরদিকে অংশগ্রহণ করে ব্রাইট স্টার ক্লাব।

উদ্বোধনী খেলায় ব্রাইট স্টার ক্লাব ৫ – ১ গোলে সততা ক্লাবকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। খেলা পরিচালনা করেন সাঈদ জিকো।

মেপ্র/এমএফআর

‘সালাহ চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বার্থপর’

লিভারপুলের সেরা তারকা উইঙ্গার মোহামেদ সালাহকে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বার্থপর বলেছেন একই ক্লাবের সাবেক মিডফিল্ডার গ্রায়েম সাওনেস।

ব্রাইটনের বিপক্ষে বুধবার রাতের ম্যাচে ৩-১ গোলে অলরেডদের জয়ের পরই সালাহকে নিয়ে এমন কটূক্তি করেন সাওনেস।

সাওনেসের দাবি, ব্রাইটনের বিপক্ষে ওই ম্যাচে সতীর্থদের সঙ্গে স্বার্থপরতা করেছেন সালাহ।

তিনি বলেন, ম্যাচের শুরু থেকেই সে স্বার্থপরের মতো খেলেছে। আমার মনে হয়, তার কাছে গোল্ডেন বুটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই বুটের জন্যই দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ পাওয়া আটটি বল গোলে শট নিয়েছে সালাহ। বলতে গেলে নাগালে পাওয়া প্রত্যেকটা শট গোলে মেরেছে সে। তার সতীর্থরা দুই-তিনবার এমন দেখলেই নাখোশ হবে। সালাহকে সবসময় আমার স্বার্থপর মনে হয়েছে। এই ম্যাচে তাকে চূড়ান্ত স্বার্থপর মনে হয়েছে।

উল্লেখ্য, ব্রাইটনের বিপক্ষে ওই ম্যাচে জোড়া গোল করেন সালাহ। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পাওয়ার পর হ্যাটট্রিক করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন সালাহ।

এবারের লিগে গোল্ডেন বুটের অন্যতম দাবিদার সালাহ। ২১ ও ২০ গোল

নিয়ে সালাহর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন যথাক্রমে লেস্টার সিটির জেমি ভার্ডি ও আর্সেনালের পেয়ারে অবামেয়াংয়ে।

তাই বাকি ম্যাচগুলোতে বেশি গোল আদায়ের লক্ষ্যে মাঠে সালাহ গোলপোস্ট বরাবর একটু বেশি শট নিতেই পারেন বলে মনে করছেন এ মিসরীয় উইঙ্গার সমর্থকরা।

তথ্যসূত্র: গোল ডট কম

শচীনকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য আফ্রিদির!

ভারতের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে সমালোচনার পর এবার দেশটির লিটল মাস্টার শচীন টেন্ডুলকারকে আক্রমণ করলেন আফ্রিদি। পাক গতিতারকা শোয়েব আখতারের মুখোমুখি হতে নাকি শচীন ভয় পেতেন বলে মনে করেন আফ্রিদি।

সম্প্রতি পাকিস্তানের টিভি উপস্থাপিকা ও সংবাদকর্মী জয়নাব আব্বাস এক ‘চ্যাট শো’তে আফ্রিদিকে ৯ বছর আগের করা এক মন্তব্য মনে করিয়ে দেন। সে সময় আফ্রিদি বলেছিলেন, রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেসের মুখোমুখি হতে শচীনের পা কাঁপত।

এখন শচীন বিষয়ে কি মত জানতে চাইলে আফ্রিদি বলেন, দেখুন, শোয়েবের এমন কিছু স্পেল ছিল যার মুখোমুখি হয়ে শুধু শচীন না বিশ্বের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরাও ভয়ে কেঁপেছে। এটা আমি মিড অফ কিংবা কাভারে ফিল্ডিংয়ের সময় দেখেছি। ব্যাটসম্যানের শরীরী ভাষা দেখেই বোঝা যায় যে, তিনি চাপে আছেন। আর শচীন তো নিজে বলবে না যে, শোয়েবের বলে তিনি ভয় পেতেন । তবে আমি এটা বলছি না যে, শোয়েবকে খেলতে শচীন সব সময় ভয় পেতেন। তার কিছু স্পেলে শচীনকে ভয় পেয়ে পেছনের পায়ে খেলতে দেখেছি।

এর আগে ভারতের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আফ্রিদি ইউটিউবের এক ক্রিকেট শো-তে বলেছিলেন, ভারতকে আমরা এতবার, এতভাবে

হারিয়েছি যে, শেষের দিকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা আমাদের কাছে এসে মাফ চাইত। এমন মন্তব্যের পর আফ্রিদির কড়া সমালোচনায় মেতে ওঠেন ভারতের বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটাররা।

তবে এসব সমালোচনায় দমে না গিয়ে যেন আরও উৎসাহ পাচ্ছেন আফ্রিদি। এবার ভারত দলের লিটল মাস্টার শচীন টেন্ডুলকারকে আক্রমণ করলেন তিনি। বিষয়টি নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

যেসব নতুন নিয়মে আজ মাঠে ফিরছে ক্রিকেট

করোনার প্রাদুর্ভাবের পর আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। দুই দল বুধবার সাউদাম্পটনের এজেস বোল স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে। বাংলাদেশ সময় ৪টায় শুরু হবে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। বেশ কিছু নিয়ম পরিবর্তন করে আজ মাঠে ফিরছে ক্রিকেট। এক নজরে সেসব নিয়মে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক,

করোনা টেস্ট ও করোনা সাবস্টিটিউট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের এরই মধ্যে করোনা টেস্ট করানো হয়েছে। স্কোয়াডে থাকা সকলেরই করোনা টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য টেস্ট চলাকালীন প্রতিদিন সকলের করোনা টেস্ট করা হবে। যদি ম্যাচ চলাকালীন কোনও ক্রিকেটারের করোনা টেস্ট পজিটিভ আসে তাহলে করোনা সাবস্টিটিউট ব্যবহার করা যাবে। কনকাশন সাবের মতো আইসিসি নতুন করে করোনা সাবস্টিটিউট নিয়ম চালু করেছে।
দর্শকশূন্য স্টেডিয়াম

আজও স্টেডিয়ামে কোনো দর্শক ঢুকতে পারবেন না। রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে খেলবে দুই দল।

নো টু সেভিয়া

বলের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে থুতু কিংবা লালা ব্যবহার করতে পারবেন না বোলাররা। শুধুমাত্র ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন। যদি কেউ ভুল করে থুতু বা লালা ব্যবহার করে, আম্পায়াররা দুইবার সতর্ক করবে। এরপর একই ভুল করলে পাঁচ রান পেনাল্টি।

উদযাপনে সীমাবদ্ধতা

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করতে হবে সেলিব্রেশন। হাত হাত মেলানো যাবে না। জড়িয়ে ধরার সুযোগই নেই কোনো। যদি উদযাপন করতেই হয় তাহলে কনুইয়ে কনুই মেলাতে হবে।

নিরাপদে আম্পায়াররা

মাঠে সচেতন থাকবেন আম্পায়াররাও। এজন্য বোলারদের ক্যাপ এবং সোয়েটার নিতে অস্বীকার করতে পারবেন আম্পায়াররা। নিজেদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে বোলারদের ব্যবহৃত ক্যাপ ও সোয়েটার গ্রহণ করবেন না আম্পায়ররা। পাশাপাশি রৌদ্র চশমাও নেবেন না আম্পায়াররা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন